১০-০৬-১৭ প্রাত:-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা স্বর্গের ভিত স্থাপন করছেন, তোমরা বাচ্চারা তাঁর সাহায্যকারী হয়ে নিজেদের ভাগ জমা করো, ঈশ্বরীয় মতে চলে শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ বানাও ।"

প্রশ্ন :- বাপদাদা কোন্ বাচ্চাদের সর্বদা খোঁজ করেন ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা খুব মিষ্টি স্বভাবের সেবাপরায়ণ হয় । বাবা এমন বাচ্চাদেরই খোঁজ করেন । সেবাপরায়ণ বাচ্চারাই বাবার নাম উজ্জ্বল করবে । যত বাবার সাহায্যকারী, আজ্ঞাকারী বা বিশ্বাসী হবে, ততই সে বর্সা বা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে ।

গীত :- ওম্ নম: শিবায় .....

ওম্ শান্তি । "ওম্" এর অর্থ কে বলেছেন ? বাবা বলেছেন । যখন বাবা বলা হয়,তখন তাঁর নাম অবশ্যই চাই । সাকার বা নিরাকার, যাই হোক না কেন, নাম তো অবশ্যই চাই । আর যে আত্মারা থাকে তাদের কোনো নাম হয় না । আত্মা যখন জীব আত্মা হয় তখন তার শরীরের নাম হয় । ব্রহ্মা দেবতা নম: বলা হয়, বিষ্ণুকেও দেবতা বলা হয়, কেননা তারা আকারী, তাই আকারী শরীরের নাম হয় । নাম সবসময় শরীরের হয় । নিরাকার পরমপিতা কেবল একজনই, যাঁর নাম শিব । একজন আত্মারই এই নাম, বাকি সব দেহের নাম হয় । শরীর ত্যাগ করলেই নামও বদল হয়ে যায় । পরমাত্মার নাম কিন্তু একই থাকে, তার কখনো বদল হয় না । এর থেকে সিদ্ধ হয়, তিনি কখনোই জন্ম - মরণে আসেন না । যদি নিজে জন্ম - মরণে আসেন, তাহলে অন্যদের জন্ম - মরণ থেকে কিভাবে মুক্ত করবেন । অমরলোকে কখনোই জন্ম - মরণ বলা হয় না । সেখানে তো খুবই সহজে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । মৃত্যু তো এখানেই । সত্যযুগে এমন বলা হবে না যে, অমুকে মারা গেছেন । মৃতু শব্দ হলো দুঃখের । ওখানে তো পুরোনো শরীর ছেড়ে কিশোর অবস্থার অন্য শরীর গ্রহণ করে । সেখানে সবাই এর খুশী পালন করে । এই পুরোনো দুনিয়ায় কত মানুষ, সবই শেষ হয়ে যাবে । দেখানো হয় যে যাদব আর কৌরবদের মধ্যে লড়াই হয়ে সব শেষ হয়ে গিয়েছিলো । তাতে কি পাণ্ডবদের কোনো দুঃখ হয়েছিলো ? না, পাণ্ডবদের তো রাজ্য স্থাপন হয়েছিলো । এইসময় তোমরাই ব্রহ্মা বংশী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী । ব্রহ্মার যখন এত সন্তান তখন তিনি অবশ্যই প্রজাপিতা হবেন । ব্রহ্মা - বিষ্ণু আর শংকরের বাবাও হলেন শিব । তাঁকেই ভগবান বলা হয় । এই সময় তোমরা জানো যে তোমরা হলে ঈশ্বরীয় কুলের । আমরা বাবার সাথে বাবার ঘর নির্বাণধামে যাবো । বাবা এখন এসেছেন, তাঁকে সাজনও বলা হয় । কিন্তু সঠিক সম্বন্ধে তিনি বাবা, কেননা বর্সা বা সম্পত্তি সজনীরা পায় না । বর্সা বা সম্পত্তি যখন বাচ্চারা পায় তখন বাবা বলাই ঠিক । বাবাকে ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ নাস্তিক হয়ে গেছে । কৃষ্ণের চরিত্রের গায়নও আছে । কিন্তু কৃষ্ণের তো আলাদা কোনো চরিত্র ছিল না । ভগবানের মধ্যে কৃষ্ণের চরিত্র আছে, আসলে চরিত্র হওয়া উচিত শিববাবার । ইনিই বাবা, শিক্ষক এবং সদ্গুরু, এতে আলাদা চরিত্রের কি আর কথা । কৃষ্ণের এমন ধরনের স্বভাব হয় না । তিনি তো বাচ্চা । যেমন ছোটো বাচ্চারা থাকে । বাচ্চারা সবসময় চঞ্চল তাই সবার প্রিয় হয় । কৃষ্ণের জন্য দেখানো হয়, সে মাটির হাঁড়ি ভেঙ্গেছিলো, এমন তো কিছুই হয় নি । শিববাবার স্বভাব কি ? সে তো তোমরা জানতেই পেরেছো, তিনি সকলকে পড়িয়ে পতিত থেকে পবিত্র করেন । বলা হয় ভক্তিমার্গে আমি তোমাদের ভাবনা পূরণ করে থাকি ।

বাকি এখানে তো আমি পড়িয়ে থাকি । এই সময় যারা আমার সন্তান তারাই আমাকে স্মরণ করে । আর সকলকে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করার প্রযত্ন করে । এমন নয় যে আমি সর্বব্যাপী । যে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে স্মরণ করে থাকি । সে তো বাচ্চাদেরই স্মরণ করবে । মুখ্য বিষয় তো এক । বাহাদুর তখনই বলা হবে যখন কোনো বড় মানুষকে বোঝাতে পারবে । সমস্ত কিছুই এই গীতার ওপর । গীতা হলো নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার গায়ন, মানুষের নয় । ভগবানকে রুদ্রও বলা হয় । কৃষ্ণকে কিন্তু রুদ্র বলা হয় না । এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো ।

কিছু মানুষ পরমাত্মাকে মালিক বলে স্মরণ করে থাকে । তারা বলে ওই মালিকের কোনো নাম নেই । আচ্ছা, ওই মালিক কোথায় থাকেন ? তিনি কি এই বিশ্বের বা সারা সৃষ্টির মালিক ? পরমপিতা পরমাত্মা তো সৃষ্টির মালিক হন না, এই সৃষ্টির মালিক তো দেবী - দেবতারাই হন । পরমপিতা পরমাত্মা তো সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মালিক । ব্রহ্ম তত্ব যেমন বাবার ঘর তেমনই বাচ্চাদেরও ঘর । ব্রহ্মাণ্ড হলো বাবার ঘর, যেখানে আত্মাদের ডিম্বাকৃতি রূপে দেখানো হয় । এমন কিছু হয় না । আমরা আত্মারা জ্যোতির্বিন্দু রূপে সেখানে নিবাস করি, তারপর ব্রহ্মাণ্ড থেকে নীচে আসি অভিনয় করার জন্য, আমরা এক এক করে পরপর আসতে থাকি । তখন এই ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকে । বাবা হলেন বীজরূপ, এই ভিত দেবী দেবতাদেরই বলো বা ব্রাহ্মণদেরই বলো । ব্রাহ্মণরা বীজ তৈরী করে । ব্রাহ্মণরাই আবার দেবতা হয়ে রাজত্ব করে । এখন আমাদের দ্বারা শিববাবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন । স্বর্গরাজ্যের ভিত তিনি স্থাপন করছেন । যে যত সাহায্যকারী হতে পারবে সে তত তার ভাগ পেতে পারবে । না হলে সূর্যবংশী সাম্রাজ্য কেমন করে হবে । এখন তোমরা সেই উচ্চ প্রালব্ধ তৈরী করছো । প্রতিটা মানুষই পুরুষার্থের দ্বারাই তাদের প্রালব্ধ তৈরী করে । এই প্রালব্ধ বানানোর জন্য ভালো কাজ করতে হয় । দান পুণ্য করা বা ধর্মশালা ইত্যাদি বানানো । এইগুলো সবাই ভগবানের উদ্দেশ্যেই করে থাকে কারণ এর ফল তিনিই দিয়ে থাকেন । তোমরা এখন বাবার শ্রীমতে চলে পুরুষার্থ করছো । বাকি সারা দুনিয়া মনুষ্য মতে চলে পুরুষার্থ করছে । সেই মতও হলো আসুরী মত । ঈশ্বরীয় মতের পর হয় দেবতাদের মত, তারপর হয় আসুরী মত । এখন তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় মত পাচ্ছো । বাবা, মাম্মাও তাঁর মতে চলে শ্রেষ্ঠ হন । কোনো মানুষ দেবতাদের মতো শ্রেষ্ঠ হতে পারে না । দেবতাদের কে শ্রেষ্ঠ বানায় ? এখানে তো কেউই শ্রেষ্ঠ নেই । শ্রী শ্রী হলেন একজনই, তিনিই উঁচুর থেকে উঁচু বাবা, শিক্ষক এবং সদ্গুরু । তিনিই লক্ষ্মী - নারায়ণ বানান । যদিও রামকেও বলা হয় শ্রীরাম, শ্রীসীতা । কিন্তু তাঁদের পিছনে ক্ষত্রিয় আর চন্দ্রবংশী যোগ হয় । লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন ১৬ কলা সম্পূর্ণ সূর্যবংশী দেবতা কুলের, আর রাম - সীতা হলেন ১৪ কলা চন্দ্রবংশী । দুই কলা কম হলো তাই না ? তা তো অবশ্যই হতে হবে । মানুষ এইকথা জানে না যে সারা সৃষ্টির নামার কলা হয় । ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা তো নামলোই , তাই না ? এই সময় সম্পূর্ণ অবনমনের সময় । এ হলো রাবণ সম্প্রদায় । রাবণ রাজ্য তাই না ? রাবণের মতকে আসুরী মত বলা হয় । এখানে সবাই পতিত । এই পতিত দুনিয়ায় কেউই পবিত্র হতে পারে না । ভারতবাসী যারা পবিত্র ছিলো তারাই এখন পতিত হয়েছে, তাদেরই আমি এসে আবার পবিত্র বানাই । কৃষ্ণকে পতিত - পাবন বলা হয় না । এ কোনো চরিত্র বা স্বভাবের কথা নয় । পতিত - পাবন একমাত্র পরমাত্মাকেই বলা হবে । পরে সবাই বলবে আহা প্রভু আপনার মতি গতি পৃথক । আপনার এই রচনা সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না । সে তো এখন তোমরা জেনেই গেছো । এই জ্ঞান হলো সম্পূর্ণ নতুন । নতুন জিনিস যখন বেরোয়, প্রথমে অল্প থাকে, ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে । তোমরাও প্রথমে এক কোণে পড়ে ছিলে । এখন দেশ

দেশান্তরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে । রাজধানী অবশ্যই স্থাপন হবে । মূল বিষয় এটাই সিদ্ধ করতে হবেযে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন । বর্সা বা সম্পত্তি তো বাবা দেবেন, কৃষ্ণ নন । লক্ষ্মী - নারায়ণও তাঁর সন্তানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেয় । এও এখানকার পুরুষার্থের প্রালব্ধ মিলে থাকে । সত্য আর ত্রেতায় হলো বেহদের বর্সা বা সম্পত্তি । গোল্ডেন আর সিলভার জুবিলী পালন করে তারা । এখানে তো একদিন পালন করা হয় । আমরা তো ১২৫০ বছর ধরে গোল্ডেন জুবিলী পালন করি । খুশীতে পালন করি তাই না । আমরা প্রাচুর্যে ভরপুর হয়ে যাই । তাই মনে এই খুশী থাকে । এমন নয় যে বাইরে বাতি জ্বালিয়ে খুশী পালন করে । স্বর্গে আমরা অনেক সম্পত্তিবান এবং খুব খুশী থাকি । দেবতা ধর্মের মতো খুশী আর কেউই হয় না । সিলভার জুবিলী আদিকেও সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না । এখন তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য জুবিলী পালন করার জন্য বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পাচ্ছো । তাই মুখ্য এই বিষয় বুঝতে হবে যে গীতার ভগবান হলেন শিব । তিনিই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, আবার এখন তা শেখাচ্ছেন । তখনই শেখান যখন রাজত্ব থাকে না । যখন প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব থাকে । তারা একে অন্যের ইজ্জত নষ্ট করতে দেরী করে না । তোমরা বাচ্চারা তাঁর মতে চললে সুখধামের মালিক হতে পারবে । এমন অনেকেই আছে যারা জ্ঞান সম্পূর্ণ ধারণ করতে পারে না কিন্তু সেন্টারে আসে । তাদের মনে মনে চলতে থাকে যে একটা সন্তানের জন্ম দিই । মায়ার প্রলোভন এমনই হয় যে তারা মনে করে বিয়ে করে এক সন্তান সুখ নিই । আরে , এর কোনো গ্যারেন্টি আছে কি যে বাচ্চা সুখই দেবে ? দু চার বছর পরে সন্তান মারা গেলে আরো দুঃখ পাবে । আজ সন্তানের জন্য আনন্দ করে কাল আবার সন্তান মারা গেলে দুঃখে জর্জরিত হয় । এ হলো দুঃখধাম । দেখো, খাবারও সবাই কি ধরনের খায় । তাই বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা এমন আশা রেখো না । মায়া তোমাদের অনেক ঝড়ের মধ্যে নিয়ে আসবে । ঝট করে বিকারে ফেলে দেবে । তারপর এখানে আসতে খুব লজ্জা আসবে । সবাই বলবে কুলকে কলঙ্কিত করেছে, তাহলে সম্পত্তির অধিকার কি করে নেবে । বাবা - মাম্মা যখন বলো তখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার -কুমারীরা নিজেদের মধ্যে ভাই - বোন হলে । এরপর বিকারে পড়লে , কুলও কলঙ্কিত করবে আর শতগুণ বেশী সাজা ভোগ করবে আর পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । কেউ কেউ বিকারে গিয়ে বলেও না ফলে অনেক দণ্ডের ভাগী হয়ে যায় । ধর্মরাজ বাবা তো কাউকেই ছাড়ে না । দুনিয়ার মানুষ তো সাজা খাওয়ার জন্য জেল ভোগ করে । কিন্তু এখানের জন্য অনেক বড় সাজা । এমন অনেকেই সেন্টারে আসে । বাবা বোঝান যে এমন কাজ করো না । তোমরা বলো যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, তারপর আবার বিকারে যাওয়া, এ তো নিজের সর্বনাশ করা । কোনো ভুল হলেই চট্ করে বাবাকে বলে দাও । বিকার ছাড়া থাকতে যদি না পারো, তাহলে এখানে না আসাই ভালো । না হলে বায়ুমন্ডল খারাপ হয়ে যায় । তোমাদের মাঝে কোনো বক বা অশুদ্ধ ভোজনকারী যদি বসে তাহলে কতটা খারাপ লাগবে । বাবা বলেন, যারা এদের নিয়ে আসে তাদের উপরও দোষ এসে যায় । দুনিয়ায় এমন সত্সঙ্গ অনেক আছে । সেখানে গিয়ে যেন এরা ভক্তি করে । ভক্তি করার জন্য আমি বারণ করি না । ভগবান আসেন পবিত্র বানানোর জন্য , পবিত্র বৈকুন্ঠের বর্সা বা সম্পত্তি দেওয়ার জন্য । বাবা বলেন, তোমরা কেবল বাবা আর তাঁর বর্সা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করো । আর খাওয়া দাওয়ার শুদ্ধতার যুক্তি বলেন । খাবার সম্বন্ধে সাবধান থাকার জন্য অনেক যুক্তি রাখতে পারো । শরীর ভালো নেই বা ডাক্তার বারণ করেছে । আচ্ছা, আপনি যখন বলছেন, আমি ফল খাচ্ছি । নিজেকে বাঁচাবার জন্য এমন বলা কোনো মিথ্যা নয় । বাবা বারণ করেন না । বাবা এমন বাচ্চাদেরই খোঁজ করেন যারা খুব মিষ্টি,কোনো পুরোনো স্বভাব থাকা চলবে না । তোমরা সেবাপরায়ণ, বিশ্বাসী আর বাবার নির্দেশ পালন করো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই মায়াবী দুনিয়ায় প্রতি কথায় দুঃখ তাই এই পুরোনো দুনিয়াতে কোনো আশা রেখো না । যদিও মায়ার তুফান আসে, কিন্তু কখনোই কুলের কলঙ্ক হয়ো না ।

২) খাবার দাবার সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকতে হবে, পার্টি ইত্যাদিতে গেলেও অনেক যুক্তি দিয়ে চলতে হবে ।

বরদান :- তপস্যার দ্বারা সর্ব দুর্বলতাকে ভস্ম করে এক নম্বর রাজ্য অধিকারী হও ।

প্রথম জন্মে এক নম্বর আত্মাদের সাথে রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করতে হলে যা যা দুর্বলতা আছে তাকে তপস্যার যোগ অগ্নিতে ভস্ম করো । মন বুদ্ধিকে একাগ্র করা অর্থাৎ একই সংকল্পতে থেকে সম্পূর্ণ পাশ হওয়া । যদি মন এবং বুদ্ধি সামান্যতম বিচলিতও হয় তাহলে তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে একাগ্র করো । ব্যর্থ সংকল্পের সমাপ্তিই সম্পূর্ণতাকে সামনে আনবে ।

স্লোগান :- সময়কে না গুণে বাবার বা নিজের সমস্ত গুণের যোগ করে সম্পন্ন হও ।